প্রবন্ধ, ষ্টাইল বনাম সাবস্টেন্স

“Style is important but substance is much more important”. কথাটি মনে হল, ৮/০১/১০ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের চতুরংগ কলামে সুভাষ সিংহ রায়ের, ‘বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন যদি না হতো’ লেখাটি পরার সময়!

বঙ্গবন্ধু ১০ ই জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন, রানী এলিজাবেথ এর ব্যাক্তিগত বিমান ‘কমেট’এ করে, ‘ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে’ নয়। যখন একটি লেখা এরকম ভূল তথ্য দিয়ে শুরু হয়, তখন লেখার ষ্টাইল যতই ভালো হোক না কেন, তা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে অনেক খানি।

গবেষনামূলক প্রবন্ধে নির্ভুল তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি মাত্র ভূল তথ্য, সম্পূর্ন একটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে মূল্যহীন করে ফেলতে পারে। ভূল তথ্য ভরা প্রবন্ধ, যেমন লেখকের ক্রেডিবিলিটি অনেক খানি কমিয়ে দিতে পারে, ঠিক তেমনি একটি পত্রিকার ক্রেডিবিলিটি অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন আহমেদ ও আওয়ামী লীগ, স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক ব্যাক্তি ও দল হওয়া সত্তেও, শুধু মাত্র অপপ্রচার এর কারনে ভারতপন্থী হিশাবে অনেকের মধ্যে ভূল ধারনা রয়েছে। সেই আবস্তায়, এই ধরনের ভূল তথ্য (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত), সেই অপপ্রচারেই ইন্ধন যোগাবে। মূক্তিযূদ্ধ বিরোধিদের হাতে তুলে দিবে অপপ্রচার এর হাতিয়ার!

একই ধরনের অপপ্রচার রয়েছে সিরাজ সিকদার ও তার মৃত্যূ সম্পর্কে, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে জড়িয়ে, তাই এই প্রসংগে কিছু কথা বলা প্রাসংগিক।

সিরাজ সিকদারের মৃত্যু এবং কিছু কথাঃ

বিগত ৩৪ বছর ধরে মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা, তোতা পাখীর মতো সিরাজ সিকদার হত্যার বিচার এর দাবী তুলেন (বিশেষত যখনি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রসঙ্গ আসে) এবং তার পরই যখন তাদের দল যখন ক্ষমতায় আসে বা থাকে, তখন কিছুদিনের জন্য সেই দাবি ভুলে শীত নিদ্রায় চলে যান।

আসুন না, নিরপেক্ষ দৃস্টিতে দেখি সিরাজ সিকদার মৃত্যু প্রসংগ। ফিরে দেখা যাক সেই দিনগুলি আর তখনকার পরিস্থীতি।

প্রথমে দেখা যাক, কে ছিল এই সিরাজ সিকদার?

পেশায় প্রকৌশলী (First class in Civil Engineering from EPUET, now BUET!), সিরাজ সিকদার পূর্ব বাংলা সর্বহারা পাটি্র সভাপতি ছিলেন। সিরাজ সিকদার এবং পূর্ব বাংলার সর্বহারা পাটি্, শ্রেনী সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নয়। সিরাজ সিকদার নিজেই তা পরিস্কার করেছেন তার লেখা “গন যুধ্বের পটভূমি”

বইয়ে। তার ভাষায় মুক্তিযুদধ ছিল, “দুই কুকুরের কামড়া কামড়ি” আর মুক্তিযোদ্ধারা তো “ভারতের লেলিয়ে দেওয়া কুকুর”! ১৬ ডিসেম্বর কে তিনি বিজয় দিবস মনে করতেন না! তাই দুই বিজয় দিবসএ (৭৩ ও ৭৪ সালে) হরতাল এর ডাক দিয়েছিলেন!

জানা মতে, সিরাজ সিকদার ও তার দল মাত্র একবারই পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছিল বরিশাল জেলার “পেয়ারা বাগানে”।“পেয়ারা বাগানের সংঘর্ষ, সে তো পাক বাহিনীর সামনে দূর্ভাগ্যক্রমে পড়ে যাওয়ার ফল, পরিকলপীত কোন যূদধ নয়। সিরাজ সিকদার ও তার দল তার চেয়ে অনেক বেশী বার সংর্ঘষে লিপ্ত হয়েছিল মুক্তি্ বাহিনীর সংগে।

স্বাধীনতা পরবতী্ সময়ে (১৯৭২ - ১৯৭৫), তাদের ভূমিকা ছিল চরম হঠকারী এবং সনত্রাসপূর্ন। শ্রেণী সংগ্রামের নামে তারা খুন করেছিলো হাজ়ার হাজার নিরিহ মানুষকে। এমনকি ইদের জামাত এ নামাজ পরা সংসদ সদস্য কেও খুন করেছিল সর্বহারা পাটি্ । এখন আমারা সর্বহারা পাটি্র যে তান্ডব দেখি, তা সেদিনের তুলনায় ন্যসি মাত্র! এক কথায়, সিরাজ সিকদার ও তার দল ছিল ‘Mother of all terror’.

স্বাধীনতা পর সিরাজ সিকদার এর মেধা এবং ব্যাত্তিতের কারনে কিছু মুক্তিযোদ্ধা তার দলে যোগ দেন। তার মদ্ধে কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ(অব) বীর উত্তম, উল্লেখযোগ্য। পরে মতবিরধের কারনে তিনি সিরাজ সিকদার এর দলত্যাগ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের দলত্যাগ, বহিস্কার, মৃত্যু/হত্যার মধ্য দিয়ে, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সিরাজ সিকদার ক্রমান্বয়ে দলের এক সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিতে পরিনত হন। অপর বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম, যোগদান করেন জ়াসদের গনবাহিনীতে, সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ (অব) ও কর্নেল তাহের (অব), ফিদেল কাস্ত্রোর মত জাতীয়তাবাদী থেকে সমাজতন্ত্রীতে পরিনত হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে মেজর জলিল (অব), যোগদান করেন জাসদে এবং সভাপতির পদ পান। পরবর্তী সময়ে মেজর জলিল (অব), জাতীয়তাবাদী থেকে সমাজতন্ত্রীতে এবং শেষ পর্যন্ত মৌলবাদিতে পরিন্’ত হন, হাফেজ্জী হুজুরের খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে! এই সব যোগদানের ফলে কর্নেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কর্নেল তাহের, প্রমুখ তাদের আগের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং অবস্তান থেকে আরও বামে বা মেজর জলিল, প্রথমে বামে ও পরে ডানে সরে যান। সিরাজ সিকদার কিংবা হাফেজ্জী হুজুর কিন্তু তাদের স্ব স্ব অবস্তানই থাকেন। সিরাজ সিকদার নিজেকে কক্ষোনো মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করেন নাই, তাই সিরাজ সিকদারকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করার কোনো ভিত্তি বা যৈক্তিকতা নাই।

বাস্তবতা বিবর্জিত তাত্তিক রাজনীতিঃ
সিরাজ সিকদার এবং সিরাজুল আলম খানের মত মেধাবী, তাত্তিক কিন্তু বিপদ্গামী এবং খমতা লিপ্সু নেতাদের কারনে স্বাধীনতা পরবতী্ সময়ে (১৯৭২ - ১৯৭৫), অনেক প্রতিভাবান যুবক অকারনে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। তাদের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পাটি্

ও গন বাহিনীর মত সংগঠন এ যোগ দিয়ে অকারনে জীবন দিয়েছিল হাজার হাজার সম্ভাবনাময় তরুন ও যুবক। এই দুই মেধাবী ও তাত্তিক নেতা, বাংলাদেশের মানুষের মন মানসিকতা,সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় প্রভাব বুঝতে ব্যার্থ হয়েছিলে। তাই তাদের শ্রেনী সংগ্রাম এর স্বপ্ন এই দেশের মাটিতে কখনোই দৃঢ় শেকড় গাড়তে পারেনি□

এর বিপরীতে আমারা দেখতে পাই অপর দুই মেধাবী, ত্যাগী দেশপ্রেমিক, যারা বাস্তবতার নীরিখে তাদের অবস্হান থেকে সরে এসে এই দেশ ও মানুষের জন্য অপরীসিম অবদান রেখে গিয়েছেন এবং যাচ্ছেন। প্রথম জীবনে বাম রাজনীতিতে বিশ্বাস করলেও, পরবরতীতে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন মরহুম তাজুদ্দিন আহমদ। অন্যজন হচ্ছেন প্রথন জীবনে বাম পন্থী মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশের ইতিহাসে কৃষি ও কৃষকের জন্য এত নিবেদিত প্রান নেতা/নেত্রী সত্যি বিরল। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তার অবদান এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে! এই দুই নেতা/নেত্রী, বাম থেকে আরো বামে না সরে, বাস্তবতা উপলব্ধী করে কিছুটা ডানে সরে এসে আওয়ামী লীগের মত বড় দলে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের মত বড় দলকে “off centre left” দলে পরিনত করতে গুরুত্তপূর্ন ভুমিকা পালন করেন। মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রমূখ একই পথ অবলম্বন করেন□

Last days of সিরাজ সিকদারঃ
সেই অবস্তায়, ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর এর শেষ দিন গুলিতে চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন সিরাজ সিকদার এবং কয়েক দিনের মাথায় (গ্রেফতার হওয়ার দিন তারিখ নিয়ে মানুষের মদ্ধে কিছু মতভেদ আছে), ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে ২ জানুয়ারী সাভারে ‘ক্রস ফায়ারে’ নিহত হন। সিরাজ সিকদার মৃত্যুর ফলে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পাটি্ সাংগঠনিক ভাবে ভীষন দূর্বল হয়ে পড়ে এবং অনেক নীরিহ মানুষের জীবন রক্ষা পায়। যেহেতু, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পাটি্, সিরাজ সিকদার এর একক নেতৃতের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাই তার মৃত্যুর কিছুদিনের মদ্ধেই তার দল অনেক উপদল এ পরিনত হয় এবং বিলুপ্তির দিকে দ্রুত ধাবিত হয়।

সেই সময় ‘ক্রস ফায়ার’ ছিল একেবারে নতুন এবং মানুষ এতে অভস্ত ছিলো না। তাই সেই সময় সাধারন মানুষ কিছুটা হলেও হতবাক হয়েছিল। আজ আমরা ‘ক্রস ফায়ারে’ অভস্ত হয়ে গেছি এবং বুঝি এর উপকারিতা আর কার্যকারিতা। তাই আমরা দেখি, যদিও আইনের চোখে কিছুটা অগ্রহনযোগ্য, কিন্তু বিপুল সংখা গরিস্ঠ জনসাধারনের কাছে ‘ক্রস ফায়ার’ এর রয়েছে প্রচন্ড গ্রহনযোগ্যতা। সাধারন জনসাধারনের মনে ‘ক্রস ফায়ার’ এর প্রতিশব্দ হচ্ছে, ‘যেমন কুকুর, তেমন মুগুড়’।

১৯৭৫ এর পর অনেক সরকার ছিল যারা সিরাজ সিকদার এর হত্যার বিচার এর কোনো উদ্যোগ নেন নি! অথচ যখনি বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রসঙ্গ বা সিরাজ সিকদার এর মৃত্যু দিবস আসে, তখনি সেই সব সরকার এর সাথে জড়িত নেতারা সিরাজ সিকদার হত্যার বিচার এর দাবী তুলেন! অন্য সব ‘ক্রস ফায়ারে’ নিহতদের মত সিরাজ সিকদার এর হত্যার বিচার দাবী করা জেতে পারে।একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চীত যে, ‘ক্রস ফায়ারে’ নিহতদের অনেকের মত সিরাজ সিকদার এর বিরুধে অনেক সুনির্দিষ্ট

অভিযোগ ছিল। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে,বাস্তবতার কারনে এ ধরনের ক্রস ফায়ারের দরকার ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

সিরাজ সিকদার সাহসী, মেধাবী, নির্লোভ এবং সৎ এবং একই সাথে হঠকারী ও ভূল পথ অবল্মবনকারী যে ছিলেন , তাতে কোণো সন্দেহর অবকাশ নাই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য এই দুই তাত্বিক নেতা, সিরাজ সিকদার এবং সিরাজুল আলম খানের মদ্ধে, এক্ মাত্র সিরাজ সিকদারই আমৃত্যু তার নীতিতে অবিচল ছিলেন। আর সিরাজুল আলম খান (এক সময় দাদা নামে কর্মীদের মদ্ধে জনপ্রিয় থাকলেও, পরবর্তীতে 'কাপালিক' নামেই বেশী পরিচিতি পান), বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম কে ফাঁসির মঞ্চের দিকে ঠেলে দিয়ে, হাজার হাজার মেধাবী তরুন, যুবকের জীবন, মেধা ও সম্ভাবনার অপমৃত্যূ ঘটিয়ে, এখন স্বাভাবিক(!) জীবন যাপন করছেন।

পাদটিকাঃ বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম এর আদর্শ ও আত্মত্যাগ অনেক মেধাবী তরুন, যুবককে অনুপ্রানিত করেছি্ল, যেমনটি করেছি্ল তার তিন সহোদরকে। বীর মুক্তি যোদ্ধা কর্নেল তাহের (অব) বীর উত্তম এর অনূজ, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল বীর প্রতীক, এক সময়ের জাসদের গনবাহিনীর সক্রিয় জানবাজ সদস্য, অনেক ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে মুক্তিযূদ্ধের মূলধারায় ফিরে এসেছেন। তিনি এখন জাতীয় সংসদে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য। আর অন্য দুই সহোদর আবু ইউসুফ ও বাহার (কর্নেল তাহেরকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন কে অপহরনের চেষ্টাকালে নিহত), খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তি যোদ্ধা।

অন্যদিকে সিরাজ সিকদার এর আদর্শ অনেক মেধাবী তরুন, যুবককে অনুপ্রানিত করলেও তার নিকটতম আত্মীয়দের অনুপ্রানিত বা নূন্যতম প্রভাবিত ও করতে পারেনি। তার দুই ভাই, ণুরু সিকদার ও লিটু সিকদার, বাংলাদেশের অন্যতম বিত্তবান গার্মেন্টস ব্যাবসায়ী। ণুরু সিকদার ডানপন্থি দল বি এন পি থেকে নির্বাচন ও করেছিলেন। বোন শামীম সিকদার, বি এন পি দলীয় এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে বিয়ে করে সংসার করছেন।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী
Victory1971@gmail.com